সাতদিন

১৯ আগস্ট : কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানোর সময় ক্যাম্পাসে প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশসহ ১২ জন আহত হয়।

২০ আগস্ট : ভোলাহাট সীমান্তে এক বাংলাদেশী রাখাল নিহত হয় ভারতীয় দুর্বৃত্তদের হামলায়।

বাড্ডা থানার কুড়িলে এক স্কুলছাত্রী অপহরণ হয়। এতে ক্ষিপ্ত ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করে রাখে সাড়ে তিন ঘন্টা, বেলা আড়াইটায় রূপগঞ্জ এলাকা থেকে অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়।

২১ আগস্ট : রাজধানীর উত্তর বাড্ডা এলাকার চাঞ্চল্যকর মিরিয়ান ইসলাম নওশীন হত্যা মামলায় গোয়েন্দা পুলিশ চারজনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে।

কক্সবাজারের অবৈধ বসতি উচ্ছেদ করতে গিয়ে পুলিশ ও বস্তিবাসীর মধ্যে ৪ ঘন্টাব্যাপী দফায় দফায় সংঘর্ষে ১০ জন গুলিবিদ্ধসহ অর্ধশতাধিক আহত।

২২ আগস্ট : চট্টগ্রাম বন্দরে দুটি সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ও বাদানুবাদের কারণে বন্দর ৪ ঘন্টা অচল থাকে। সিলেটে চাঁদাবাজি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অনিয়ম রোধে পঞ্চায়েত কমিটি গঠন করা হয়।

২৩ আগস্ট : সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার চৌবাড়ী হাইস্কুল মাঠে খেলা দেখতে গিয়ে টিনের চাল ভেঙে ৪ দর্শক নিহত হয়।

বাগেরহাটের রামপালে বিএনপি অফিসে রাণী মন্ডল নামের এক তরুণীকে আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন ও বিবস্ত্র অবস্থায় ছবি তোলা হয়।

২৪ আগস্ট : ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার বিবদমান দুটি শিক্ষক সমিতি প্রশ্নপত্র তৈরি নিয়ে পাল্টাপাল্টি মামলা করায় ৪৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি প্রতিরোধে সেনাবাহিনীকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমের সঙ্গে সহযোগিতার পাশাপাশি সেনা মেডিক্যাল ইউনিট ডেঙ্গু চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দেন।

২৫ আগস্ট : মুন্সীগঞ্জের সদর উপজেলার চরাঞ্চল মোল্লাকান্দি ইউনিয়নের ৬টি গ্রামে শনিবার রাত থেকে রবিবার সকাল পর্যন্ত স্থানীয় বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ ও বন্দুকযুদ্ধে ৩০ জন গুলিবিদ্ধসহ আহত ৮০ জন। আহতদের মধ্যে ১০ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকায় আনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা। তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের অধিকার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আইন-শৃঙ্খলা

অবনতি অব্যাহত

লিখেছেন **আসাদুর রহমান**

ছবি রানী মন্ডলকে হাসপাতালে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ

২১ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টা। বাগেরহাট থেকে এসে রামপাল বাসস্ট্যান্ডে নেমে বাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিল ছবি রানী মন্ডল। স্থানীয় বিএনপি নেতা কাজী আবুল বাশারের নির্দেশে সন্ত্রাসী তায়েব নূর, কামাল ও জামাল শিকারী তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধরে নিয়ে আসে বিএনপি অফিসে। টেনে-হিঁচড়ে খুলে নেয়া হয় তার গায়ের পোশাক। ৩০/৩৫ জন বিএনপি কর্মী হাতুড়ি ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে ছবির শরীর ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। তাকে বিবস্ত্র করে ছবিও তোলে সন্ত্রাসীরা। পুলিশ মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেও সন্ত্রাসীরা হানা দেয়। ছবিকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে।

গত ২২ আগস্ট সকালে এলিফ্যান্ট রোডের বাটা মোড়ের পাশে একটি বস্তা পড়ে ছিল। বস্তা থেকে পচা গন্ধ বেরুচ্ছিল। পুলিশ এসে বস্তা খুলে তার ভেতর থেকে ছোট আরও চারটি বস্তা বের করে। বস্তাগুলোর ভেতর থেকে বের হয় মস্তকবিহীন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশের ৮টি টুকরো। একই দিন পূর্ব-শত্রুতার জের ধরে শ্যামপুরে চাল ব্যবসায়ী শ্যামলকে জবাই করে এবং ডেমরায় হোটেল মালিক শাহাবুদ্দিনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

খুন, নির্যাতন, অপহরণ বর্তমানে প্রতিদিন-কার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা হয়ে পড়েছে বেপরোয়া। যানজটে পড়ে তারা পরিবহন ব্যবসায়ীদের ওপর গুলি চালানোর মতো ঘটনা ঘটিয়েছে।

এখানেই শেষ নয়, নেতা-কর্মীদের বেপরোয়া আচরণের ফলে বিএনপির চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ছে। দেখা দিচ্ছে অভ্যন্তরীণ কোন্দল। কোন্দলের জের হিসেবে মাদারীপুর আর নারায়ণগঞ্জে গত ২৫ ও ২৬ আগস্ট ১ জন নিহত, অর্ধশতাধিক গুলিবিদ্ধ এবং শতাধিক আহত হয়েছে।

এ মাসের শুরুটা ভালো হয়নি সরকারের। ছাত্রছাত্রীদের চাপের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরের বিদায়– সরকারের একগুঁয়েমির পরাজয় হিসেবে দেখছে দেশের সাধারণ মানুষ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থতা, গম কেলেঙ্কারি প্রকাশ, প্রতিদিনের ধারাবাহিক খুন– মাস শেষে সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। বন্যার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ধারাবাহিক এই ঘটনাগুলোয় সরকার কিছুটা বিব্রত, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও হয়তো

খানিকটা বিরক্ত। এ কারণেই হয়তো প্রধানমন্ত্রী রাম-পালের ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তার কার্যালয়ে তলব করে পাঠিয়েছিলেন।

নির্বাচনের পর নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কিছুটা সময় লাগে। তবে তা দু'এক মাসের বেশি নয়। এবার নির্বাচনের পর একই ঘটনা ঘটায় জনগণ একে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই দেখেছিল। কিন্তু ক্ষমতা আরোহণের ১০ মাস পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি না দেখে জনগণ হাঁপিয়ে উঠেছে। তারা এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাচ্ছে, নয়তো বিকল্প কিছু ভাবছে। সেজন্যই হয়তো ২৫ তারিখে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ সমাবেশে ব্যাপক জনসমাগম ঘটেছে। ১০ মাস আগের নির্বাচনে যে দলটি ঢাকা থেকে একটি আসনও জয় করতে পারেনি, তাদের বিক্ষোভ সমাবেশে বিশাল জনসমাগম জনগণের বিকল্প চিন্তারই ইঙ্গিত বহন করে।

কিন্তু এমনটা হবার কথা ছিল না। আওয়ামী সরকারের আমলে নির্যাতন আর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল– তারা ভোটের মাধ্যমে তার উত্তর দিয়েছে। দুই শতাধিক আসনে জোট সরকারকে নির্বাচিত করে তারা আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষমতা পেয়ে জোট সরকার এখন মানুষকে আর মানুষ মনে করছে না। আওয়ামী লীগ সরকার ৫ বছরে সন্ত্রাস আর দুর্নীতির যে সুনাম অর্জন করেছে, তা জোট সরকার এক বছরের মধ্যেই অর্জন করতে চাচ্ছে।

জোট সরকারের কাছে মানুষের আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী। অথচ দশ মাস পরে প্রাপ্তি শূন্যের কোটায়। জোট সরকারের নেতাদের ভোগ-বিলাসে মত্ত না হয়ে জনগণের চরম দুঃখের কথা ভাবতে হবে। তা না হলে পরিণতি হবে ভয়াবহ।

জাতীয় কমিটির রিপোর্ট

গ্যাস রপ্তানি করা যাবে না

গ্যাস বিষয়ক জাতীয় কমিটি দুটি অবশেষে সরকারের কাছে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন তেল কোম্পানি ইউনোক্যাল পাইপ লাইনে ভারতে গ্যাস রপ্তানির প্রস্তাব দেয়। গ্যাস রপ্তানি নিয়ে দেশের মধ্যে অনেকদিন থেকে তর্ক-বিতর্ক চলছিল। গ্যাস রপ্তানির জন্য তেল কোম্পানি, দাতা সংস্থার যেমন চাপ আছে আবার দেশের ভেতরে অনেক মানুষ আছে যারা গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে। গ্যাস রপ্তানি না করার জন্য দেশের ভেতরের চাপও সরকারের ওপর প্রবল মাত্রায় আছে। যারা গ্যাস রপ্তানির বিপক্ষে তাদের যুক্তি হলো বর্তমান রিজার্ভ দেশের কাজেই লাগবে। নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার না হলে আগামী ২০ বছর পরে দেশে গ্যাসের ভয়াবহ সংকট হবে। এসব আলোচনা-সমালোচনা মাথায় রেখে সরকার ২৬ ডিসেম্বর '০১ গ্যাস বিষয়ক দু'টি জাতীয় কমিটি গঠন করে। গ্যাসের মজুদ কমিটির চেয়ারম্যান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক নূরউদ্দিন আহমেদ। বহুমুখী ব্যবহার কমিটির চেয়ারম্যান সাবেক জ্বালানি সচিব আজিমউদ্দিন আহমেদ। উভয় কমিটির সদস্য ৯ জন করে। কমিটি গঠন করার এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। কিন্তু দু'টি কমিটি যথাসময়ে রিপোর্ট দিতে ব্যর্থ হয়। দু'টি কমিটিতেই দু'জন করে সদস্য ভিন্নমত পোষণ করে আলাদা নোট দেন।

যতদূর জানা যায়, মজুদ কমিটির রিপোর্ট তৈরি হয়ে যায় জুনের মধ্যে। কিন্তু বহুমুখী ব্যবহার কমিটি কোনোভাবেই একমত হতে পারছিলেন না। এর মধ্যে ড. আহমেদ ও ড. তামিম প্রথম থেকে গ্যাস রপ্তানির পক্ষে মত দিয়ে আসছিলেন। বর্তমান মজুদ থেকে গ্যাস রপ্তানি সম্ভব নয়। এই বক্তব্যে কমিটির অন্য ৭ জন সদস্য একমত হলেও বুয়েটের ঐ দু'জন সদস্য তাদের বক্তব্যে অটল থাকেন। জানা যায়, শেষ পর্যন্ত তারা দু'জন রিপোর্টের সঙ্গে তাদের নিজস্ব বক্তব্য জুড়ে দিয়ে তবে স্বাক্ষর করেন।

জানা যায়, বহুমুখী ব্যবহার কমিটি তাদের রিপোর্টে বর্তমান মজুদ থেকে গ্যাস রপ্তানি না করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে ভবিষ্যতে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার হলে সেখান থেকে সীমিত আকারে রপ্তানি করা যেতে পারে বলে পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যদিকে মজুদ কমিটি বর্তমান মজুদ সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংখ্যা না বলে ১১ থেকে ১৫ টিসিএফ গ্যাস মজুদ আছে বলে উল্লেখ করেছেন। আগামী ৫০ বছরে দেশে বিভিন্ন চাহিদায় ৬০ থেকে ১২০ টিসিএফ গ্যাসের দরকার হবে বলে তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান মজুদ থেকে কোনো অবস্থাতেই গ্যাস রপ্তানি সম্ভব নয়– এই সম্পর্কে সাপ্তাহিক ২০০০ পূর্বে দুটি প্রচ্ছদ প্রতিবেদন করে। একটি গত বছর আগস্টে 'দেশ যা পেল, ওরা যা পেল' শিরোনামে, অপরটি এ বছর জুলাইয়ে 'ডেটলাইন ২০২০ : গ্যাসশূন্য বাংলাদেশ' শিরোনামে। এই দু'টি প্রতিবেদনে বর্তমান মজুদ, বিশেষজ্ঞদের মতামত, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা হয়, গ্যাস রপ্তানি নয় বরং দেশের মধ্যেই গ্যাসের বিকল্প ও বহুমুখী ব্যবহার বাড়াতে হবে। তাতেই দেশের লাভ। উক্ত প্রতিবেদনদ্বয়ে গ্যাসকে ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শও দেয়া হয়।

একমাসের রিপোর্ট দিতে ৮ মাস সময় লাগলো কেন? অনুসন্ধানে জানা যায়, এর একমাত্র ও মূল কারণ হলো বিশেষজ্ঞদের একমত হতে না পারা। বারবার সরকারের তাগিদ সত্ত্বেও কোনোভাবেই বিশেষজ্ঞরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পারছিলেন না। যা হোক অবশেষে তারা রিপোর্ট জমা দিতে পেরেছে। এখন সিদ্ধান্ত নেবে সরকার। মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট পাওয়ার পর সিনিয়র মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। এছাড়া আরও একটি কমিটি জ্বালানি মন্ত্রণালয় করতে পারে। এই কমিটি হবে খুবই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন। এই কমিটির কাজ হবে বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট দু'টি বিশ্লেষণ করে গ্যাস রপ্তানি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়া। এখনও আইওসি গ্যাস রপ্তানি বিষয়ে চাপ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। তারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে গ্যাস রপ্তানি হলে কি কি লাভ হতে পারে তার ফিরিস্তি দিয়ে বক্তব্য প্রদান করছে। ইতিমধ্যে এডিবিও পাইপলাইনে গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত না নিলে সাহায্য বা ঋণ বন্ধ করে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। সবমিলিয়ে সরকার এখন ভয়াবহ চাপের মধ্যে। গ্যাস রপ্তানি নিয়ে সরকার কি সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকে তাকিয়ে আছে সারা দেশ। জানা গেছে, এই ইস্যুটিকে সরকার সংসদে নিয়ে যেতে পারে। সংসদে আলোচনা-সমালোচনার মাধ্যমেই সরকার গ্যাস রপ্তানির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। তারপরও দেশবাসী প্রত্যাশা করে সরকার বিশেষজ্ঞদের দেয়া রিপোর্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গ্যাস রপ্তানি বিষয়ক সকল প্রকার সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকবে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভার পর

ফলোআপ

বেড়ে গেল দ্রব্যমূল্য

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

গত ২৫ জুলাই বাণিজ্যমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ভোগ্যপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এক সভার আয়োজন করেন। সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিধি ছাড়াও নগরীর বিভিন্ন কাঁচা বাজারের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ভোগ্যপণ্যের দাম কেন বাড়ছে সে বিষয়ে ব্যবসায়ীদের কাছে জানতে চান মন্ত্রী। কারওয়ান বাজার ২নং কাঁচা বাজার আড়ত ব্যবসায়ী মালিক সমবায় সমিতির সভাপতি আবু নাসের সিদ্দিক বলেন, 'গত কয়েক বছরে আলুর ফলন ভালো হয়েছে কিন্তু ৩ বছরে দেশে কোনো বন্যা না হওয়ায় আমরা দাম বাড়াতে পারিনি, বেশি ব্যবসা করতে পারিনি। তাই এ বছর বন্যার সুবাদে আমরা আলুর দাম বাড়িয়েছি। এছাড়া পরিবহন ও পরিবহন সংশ্লিষ্ট ব্যয় সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়েছে।'

সভায় উপস্থিত একটি সূত্র জানিয়েছে আলু ব্যবসায়ীর এই বক্তব্যের পর বাণিজ্যমন্ত্রী পরিবহন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যয় তৎক্ষণাৎ হিসাব করে বলেন, 'এই পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে কেজি প্রতি সর্বোচ্চ আলুর মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে ২০ পয়সা করে। তবে মূল্য কেজি প্রতি ৪/৫ টাকা করে বাড়ল কেন?' মন্ত্রীর প্রশ্নের কোনো উত্তর আলু ব্যবসায়ীরা দেননি।

আলুর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচালক এস মোমিনুল হক বলেন যে, 'গত ২ বছর আলুর সুপার বাম্পার ফলন হওয়ায় কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষিত আলু বেশ কিছু ক্ষেত্রে পঁচে গেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বীজ আলু আনার জন্য আইপি ইস্যু করার সুযোগে বীজ আলু না এনে অনেকে খাওয়ার আলু আমদানি করেছে। এমনিতেই সুপার বাম্পার ফলন, তদুপরি এই আমদানি কৃষক ও আলু ব্যবসায়ীদের আরো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ধারণা করা হচ্ছে উক্ত ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য এ বছর ব্যবসায়ীগণ আলুর মূল্য বৃদ্ধি করেছে।'

এর পর মসুর ডালের মূল্য বৃদ্ধি পর্যালোচনা করে বলা হয়, মসুর ডাল আমদানি নির্ভর পণ্য। বর্তমানে মসুর ডাল মজুদের কোনো ঘাটতি নেই। খুচরা ব্যবসায়ীরা বন্যার সুযোগে দামবৃদ্ধি করেছে বলে সভায় মত প্রকাশ করা

হয়। কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ীরা প্রতিবেদককে বলেছেন, হোল সেলাররাই ডালের দাম বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রসুনের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বলা হয়, এটি আমদানি নির্ভর পণ্য। দেশে রসুনের আনুমানিক চাহিদা ১-২০ লাখ মেট্রিক টন। দেশীয় রসুনের অপ্রতুলতা ও খুচরা ব্যবসায়ীদের অধিক লাভের প্রবণতা মূল্য বৃদ্ধির কারণ বলে সভায় উল্লেখ করা হয়।

সভায় বলা হয় দেশে হলুদের চাহিদা ০.৯০ লাখ মেট্রিক টন। দেশে উৎপাদিত হয় ০.৪৩ লাখ মেট্রিক টন। অবশিষ্ট চাহিদা আমদানির মাধ্যমে মেটানো হয়। হলুদের আন্তর্জাতিক বাজার দর বৃদ্ধি পায়নি। কাজেই হলুদের স্থানীয় বাজারদর বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমা উচিত। কেননা বাজেটে গত বছরের তুলনায় হলুদের ওপর শুল্কহার কমানো হয়েছে বলে বাণিজ্য সচিব সভায় জানান।

এই সভায় আলোচনা করা হয় দেশে শুকনা মরিচের উৎপাদন সন্তোষজনক। মজুদদার ও খুচরা ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে এর মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল সম্পর্কে বলা হয়, অতিবৃষ্টির কারণে সম্প্রতি চালের সরবরাহ কম হচ্ছে। তাছাড়া বৃষ্টি/বন্যার কারণে যানবাহনে মালামাল উঠাতে-নামাতে এবং পরিবহনে আগের তুলনায় বেশি ব্যয় হচ্ছে। সভায় বলা হয়েছিল সপ্তাহখানেকের মধ্যে চালের দাম আবার পূর্বাবস্থায় কমে যাবে। ১ সপ্তাহ নয় ১ মাস পরেও চিকন চালের দাম আরো বাড়ছে।

বাণিজ্যমন্ত্রীর সামনে আলু ব্যবসায়ী নির্বিকারভাবে বলেন, গত তিন বছর বন্যা হয়নি তাই মূল্য বাড়তে পারেনি, ব্যবসা কম হয়েছে। এজন্য এ বছর বেশি করে বাড়িয়েছি। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়?

মোটা চালের দাম সামান্য কমেছে।

সভার শেষ পর্যায়ে বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, প্রায় সব ভোগ্যপণ্যের বাজারদরের উর্ধ্বগতির ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ ক্রেতাসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, 'এক সপ্তাহ পরে ভোগ্যপণ্যের বাজারদর পর্যবেক্ষণ করে যদি পণ্য মূল্য স্থিতিশীল না দেখা যায় তবে সরকার কঠোর বিকল্প ব্যবস্থা নেবে।'

বাণিজ্যমন্ত্রীর এই হুমকি প্রদানের পর এক মাস অতিবাহিত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম কয়েক গুণ, কয়েক দফা বেড়েছে, কমার পরিবর্তে। কিন্তু মন্ত্রী কি কঠোর বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছেন তা কিন্তু কেউ জানে না!

বৃষ্টি কমছে, বন্যা কমছে, কমছে না দ্রব্যমূল্য

বন্যার অজুহাত দিয়ে মজুদদার এবং ব্যবসায়ীরা কয়েক দফা মূল্য বাড়িয়েছে। বৃষ্টি এবং বন্যা কমলেও বাজারদর কমেনি। কাঁচা মরিচের দাম সামান্য কমলেও স্বাভাবিকের চেয়ে মূল্য এখনো কয়েকগুণ বেশি। মোটা চালের দাম সামান্য কমলেও চিকন চালের দাম সম্প্রতি আরেক দফা বেড়েছে। সব্জির উচ্চ মূল্য প্রায় বহাল আছে। মাছের দাম কমেনি। ভোজ্য তেল ও ডালের দাম কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

অসাধু ব্যবসায়ীদের স্বেচ্ছাচারিতায় নাভিশ্বাস উঠেছে ক্রেতা সাধারণের। কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, সর্বোপরি সরকার নির্বিকার। খাদ্যমন্ত্রী তো ২০০০-এর কাছে দাবি করেছেন দ্রব্যমূল্য প্রায় স্বাভাবিক।

বাণিজ্যমন্ত্রীর সামনে আলু ব্যবসায়ী নির্বিকারভাবে বলেন, গত তিন বছর বন্যা হয়নি তাই মূল্য বাড়তে পারেনি, ব্যবসা কম হয়েছে। এজন্য এ বছর বেশি করে বাড়িয়েছি। এই যদি হয় অবস্থা তাহলে সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়?

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নগরীর বাজারগুলোতে ভোগ্যপণ্যসমূহের দৈনিক বাজারদর টানানো হবে। সে অনুযায়ী কোনো কোনো বাজারে বোর্ড লাগালেও তাতে দৈনিক বাজারদর টাঙানো হচ্ছে না।

সরকার ট্যাক্স বাড়াচ্ছে, গ্যাস, পানি, বিদ্যুতের দাম বাড়াচ্ছে। ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ-হীনভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়াচ্ছে। নগরীর নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত মানুষের খেয়ে পরে বেঁচে থাকার অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। এই অসহায় মানুষের পাশে কেউ কি দাঁড়াবে না?

প্রতিবাদ

সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত ৯ আগস্ট ২০০২ বর্ষ-৫, সংখ্যা-১৩ ব্র্যাকের চেয়ারপার্সন ফজলে হাসান আবেদ এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশে তৈরি বিভিন্ন ব্রান্ডের আয়োডিনযুক্ত লবণ সম্বন্ধে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে লবণ প্রস্তুতকারকগণ আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রস্তুত করেন না। এক পর্যায়ে তিনি বলেন, যে সমস্ত লবণ বাংলাদেশে তৈরি হয় সেগুলো আয়োডিনযুক্ত নয়। তার মতে, বাজারে লবণ প্রস্তুতকারকদের লবণে অর্ধেক পরিমাণ আয়োডিনও থাকে না। মোল্লা লবণেও অর্ধেক পরিমাণ আয়োডিন দেয় না। এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) পরিদর্শকবৃন্দ নিয়মিতভাবে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন, পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহ করে টেস্ট রিপোর্ট প্রদান করে থাকেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (BSTI) এবং পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমাদের উৎপাদিত আয়োডিনযুক্ত লবণ পরীক্ষা করে আয়োডিনের মাত্রা নির্ণয় এবং লবণের গুণাগুণ পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে।

'মোল্লা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্প বাস্তবায়নে অতীতের মতো ভবিষ্যতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

খ, ওবায়দুল হক
প্রসেস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার
মোল্লা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ

বিএসএফ-এর বর্বরতা

লিখেছেন যশোর সীমান্ত থেকে মামুন রহমান

২০ আগস্ট সকাল ১০টা। ভারতের বাঙ্গালোরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের বগুড়া জেলার নাটুয়াপাড়ার মেধাবী ছাত্র জাহিদ হাসান পারভেজ দেশে আসার জন্য ওপারের পেট্রাপোলে পৌঁছুলে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসে বাধার সম্মুখীন হন। তারা অভিযোগ তোলেন, তার পাসপোর্টে জটিলতা আছে। এ নিয়ে কাস্টমস কর্মকর্তাদের সঙ্গে পারভেজের কথাকাটাকাটিও হয়। কারণ কথিত জটিলতা সমাধানের জন্যে তারা উৎকোচ দাবি করেন। পারভেজ তা দিতে রাজি না হওয়ায় এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে আবারো উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে ভারতে থাকার অভিযোগ তুলে পারভেজকে পাশে অবস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পে সোপর্দ করে। কিন্তু পাসপোর্টের মেয়াদ থাকায় পারভেজ সেখানেও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদ করেন। এনিয়ে বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গেও এক পর্যায়ে তার বচসা বেধে যায়। ক্ষিপ্ত বিএসএফ জওয়ানরা তাকে বেঁধে অমানুষিক নির্যাতন করে। শুধু জাঙ্গিয়া ছাড়া সমস্ত পরিধেয় খুলে চালায় অবর্ণনীয় বর্বরতা। তারপর তাকে অনেকটা অচেতন অবস্থায় ফেলে রাখে ক্যাম্পের বারান্দায়। সেখান থেকে বাংলাদেশের বেনাপোল এক দৌড়ের পথ। এজন্যে নির্যাতনে ক্লান্ত পারভেজ সুযোগ বুঝে এক পর্যায়ে প্রাণপণে দৌড় শুরু করে। কিন্তু বিষয়টি দেখে ফেলে ক্যাম্পের জওয়ানরা। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র তাক করে পিছু নেয় তারা। পারভেজ নোম্যান্সল্যান্ড বরাবর পৌঁছে বিপদ বুঝে সেখানে থাকা একটি জলাশয়ে ঝাপ দেয়। পানির মধ্যেই তাকে লক্ষ্য করে ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে বিএসএফ। একটি গুলি বিদ্ধ হয় তার ডান পাঁজরে। তবু প্রাণপণে সে এপারে এসেই ওঠে। বিডিআর এবং সাধারণ জনতা ধরাধরি করে তাকে দ্রুত পাঠিয়ে দেয় যশোর জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু তাতেও আক্রোশ মেটেনি এ বর্বরতার হোতা বিএসএফ জওয়ানদের। তারা পারভেজকে ঘটনাস্থলে হত্যা করতে না পেরে বাংলাদেশ লক্ষ্য করে আরো ৫ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। বিএসএফ'র যুদ্ধংদেহি মনোভাবে বিডিআর জওয়ানরাও অস্ত্র তাক করে পজিশনে যায় এবং ২ রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এ অবস্থার পর সীমান্তে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় সীমান্ত, আমদানি-রপ্তানি ও যাত্রী যাতায়াত। অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা যশোর সীমান্তে।

পারভেজের মতো ঠিক এভাবেই বিএসএফ বাংলাদেশীদের ওপর বর্বরতা চালাচ্ছে দীর্ঘদিন থেকেই। সীমান্তাঞ্চল থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ, গবাদি পশু। কাউকে কাউকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করছে। এ সমস্ত কারণে সীমান্তে বসবাসরত সাধারণ মানুষ যেমন নির্ভয়ে থাকতে পারছে না, তেমনি চাষাবাদও করতে পারছে না সীমান্তঘেষা জমিতে। অথচ বিরাজমান পরিস্থিতি উত্তরণে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারছে না। সুযোগ বুঝে বিএসএফ হায়েনার মতো গুলি করে একের পর এক হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে, যার কোনো সুবিচার হচ্ছে না।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পারভেজ ছাড়াও গত ৮ মাসে যশোর অঞ্চলে অন্তত ৩৬ জনকে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করেছে। সর্বশেষ হত্যাকান্ডটি তারা ঘটিয়েছে সাতক্ষীরার কলারোয়ার সুলতানপুর সীমান্তে। ঐ দিন সন্ধ্যায় চন্দনপুর গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে ইয়াছিন প্রয়োজনীয় কাজে সীমান্ত এলাকায় গেলে বিএসএফ জওয়ানরা তাকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে লাশ নিয়ে যায়। অধিকাংশ সময় বিএসএফ এ কাজটিই করে। এমনকি সীমান্ত অতিক্রম করে এপারে এসে নিরীহ বাংলাদেশীদের হত্যা করেও তারা লাশ নিয়ে যায়। এর একটিই কারণ, তাতে জবাবদিহি করতে তাদের সুবিধা হয়।

নিরীহ বাংলাদেশী চাষী বা গ্রামবাসীকে তারা ভিনদেশী দুর্বৃত্ত হিসেবে চালিয়ে দেয়। যার বাস্তব প্রমাণ বেনাপোলের ইউসুফ আলী। ২৪ আগস্ট সে জমিতে কৃষি কাজ করতে গেলে বিএসএফ জওয়ানরা অস্ত্র উঁচিয়ে তাকে ধাওয়া করে। বিপদ বুঝে ইউসুফ পালানোর চেষ্টা করলে জওয়ানরা তাকে ক্ষেতের মধ্যেই ধরে ফেলে। এ সময় সে ২ হাত জোড় করে নিরীহ চাষী হিসেবে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেও বিএসএফ তা শোনেনি। বাংলাদেশ ভূখন্ডে থেকেই তার মুখে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে হত্যা করে। দূর থেকে নির্মম এ দৃশ্য অনেকেই প্রত্যক্ষ করেন। যে কারণে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা। ঐ অবস্থায় বিএসএফ ইউসুফের লাশ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে হাজার হাজার মানুষ বিএসএফকে ধাওয়া করে। বিডিআর জওয়ানরা কৌশলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আনলে সেদিন ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেত বেনাপোলে। এর আগে গত ৬ জুন আরো একটি বর্বরতার জন্ম দেয় বিএসএফ। তারা সাদীপুর সীমান্ত থেকে জিয়ারুল ও রুহুল কুদ্দুসকে ধরে নিয়ে ক্যাম্পে গাছে ঝুলিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে। মারপিটের কারণে প্রায় অচেতন ঐ দু'যুবককে এরপর ফেলে রাখা হয়। এক পর্যায়ে তারা কিছুটা শক্তি ফিরে পেলে বিএসএফ জওয়ানরা তাদের নিয়ে আসে সীমান্ত এলাকায়। তারপর অমানবিক কায়দায় তাদের বলা হয় দ্রুত দৌড়ে বাংলাদেশে চলে আসতে। বাঁচার আশায় দু'যুবক প্রাণপণে দৌড়ে কাঁটাতারের বেড়ার কাছাকাছি পৌঁছুলে বিএসএফ পেছন থেকে তাদের গুলি করে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শী ওপারের কয়েকটি সূত্র থেকে এ বর্বর কাহিনী জানা যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত ৮ মাসে বিএসএফ এভাবে অন্তত ৩৬ জনকে হত্যা করেছে। এক একটি

পারভেজ গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর থমথমে বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্ত

হত্যাকান্ডের পর বিডিআরের পক্ষ থেকে বার বার বলা হয়– এ ঘটনার কড়া প্রতিবাদ করা হয়েছে। ব্যস ও পর্যন্তই। সাধারণ মানুষকে বিএসএফ নির্বিচারে হত্যা করলেও সরকারিভাবে তা বন্ধ করার কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের শঙ্কা, এ অবস্থা চলতে থাকলে সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। আর তখন ঘটে যেতে পারে আরো ভয়াবহ ঘটনা।

পারভেজের শেষ পরিণতি

বগুড়ার মেধাবী ছাত্র পারভেজের ভারত যাতায়াত নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। পারভেজ ভারত থেকে আসছিলো বলে দাবি করলেও এমন অভিযোগ রয়েছে যে তার পাসপোর্টে মেয়াদ থাকা সত্ত্বেও সে অবৈধ পথে বাংলাদেশে এসে পুনরায় ভারতে যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার হয়। ঘটনা যাই হোক, অভিযোগ সত্য হলেও বিএসএফ তার ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালায় তা থেকে বাঁচার জন্যই সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্যাম্প থেকে পালানোর জন্য দৌড় শুরু করে। যা থেমে যায় বিএসএফ'রই তপ্ত বুলেটে। পারভেজের বক্তব্যই যদি সঠিক হয় তাহলে তার স্বপ্ন ছিল দীর্ঘদিন পর তার ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা শান্ত সুনিবিড় গ্রামে মায়ের কাছে ফিরে যাওয়া। আর সে জন্যই হয়তো বুকে গুলি ধারণ করেও সে অনেক কষ্ট করে এপারেই চলে আসে। পারভেজের আকুতি-মিনতিকে মোটেও খাটো করে দেখেনি বেনাপোলের মানুষ। তাকে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে করে পাঠিয়ে দেয় যশোর জেনারেল হাসপাতালে। কিন্তু যশোরে তার যথাযথ চিকিৎসা সম্ভব না হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে ঢাকা বক্ষব্যাধি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। সন্ধ্যার দিকে পুলিশ প্রহরায় যশোর রোটারি ক্লাবের একটি এ্যাম্বুলেন্স করে মোট ৬ জন পারভেজকে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু ঐ দিন পর্যন্তই বোধ হয় হায়াত ছিল পারভেজের। যে কারণে মৃত্যু পিছু ছাড়েনি তার। বিএসএফ'র বুলেট বুকে ধারণ করে বেঁচে থাকলেও সোহাগ পরিবহনের একটি ঘাতক বাস তাকে বাঁচতে দেয়নি।

এ্যাম্বুলেন্সটি ফরিদপুরের মধুখালী নামক স্থানে পৌঁছলে বেপরোয়া গতিসম্পন্ন ঐ বাসটি সামনাসামনি ধাক্কা মেরে এ্যাম্বুলেন্সটি দুমড়ে মুচড়ে দেয়। যা থেকে রক্ষা পায়নি পারভেজসহ তার সঙ্গে থাকা অপর ৫ জনও। তাদের লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যে স্বপ্ন বুকে নিয়ে পারভেজ রওনা হয়েছিল, তার সব শেষ হয়ে যায় ঐখানেই। যে ছেলেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন ছল পারভেজের পিতা-মাতার, সে বিশাল এক বোঝা হয়ে কফিনে ভরে বাড়ি ফেরে। অপরদিকে শোকের ছায়া নেমে আসে যশোরে। মানবতার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে প্রাণহারা যশোরের ৫টি পরিবারে কান্নার রোল ওঠে। মর্মান্তিক এ ট্র্যাজেডি জানতে পেরে হা-হতাশ করেন সবাই।

দে • য়া • ল • লি • পি

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

শিল্পপতি হুমায়ুন জহিরকে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে মানুষ চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা ও একদার ব্যাংক দখলকারী আকতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুকেই অভিযুক্ত করেছে এবং সবাই সেটা বিশ্বাসও করে। বিচারকরা বহুবার বিব্রত এবং আদালত পরিবর্তনের ঘটনার পর এই হত্যা মামলার রায়ে বাবু মশাই খালাস পেয়ে যান। ভারতীয় নাগরিক জিবরান তায়েবী হত্যা মামলায় মানুষের মনে এমন সন্দেহ দানা বেঁধেছিলো। গেল সপ্তাহে জিবরান হত্যা মামলার রায়ে হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে খ্যাত শিল্পপতি খলিলুর রহমানের পুত্র ইয়ামিন রহমান টিটো ও তার বন্ধু আলমগীরও বেকসুর খালাস পান।

জিবরানের পিতা টিআই খান নিজেও পুলিশের লোক, তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের। রবি ঠাকুরের কবিতার লাইন 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে' এখন হয়তো তিনি মর্মে মর্মে অনুধাবন করছেন। তবে তার কাছ থেকে এ দেশের পুলিশ ও বিচারকরা এটা জেনে নিতে পারতেন যে তাদের ওখানেও টাকা থাকলে 'সাত খুন মাফ' হয়ে যায় কি না।

আলোকিত ডেঙ্গু

সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আগে ঢাকার দেয়ালে দেয়ালে অনেক রকম চিকামারা হয়েছিলো। তার একটি ছিলো এমন– 'মেয়র হলে খোকা ভাই, ডেঙ্গু তোর রক্ষা নাই।' সাদেক হোসেন খোকা মেয়র হয়েছেন ঠিকই, তবে গত এক মাস ধরে ডেঙ্গুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। সরকারি হিসাব মতেই ১ আগস্ট ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ৪৪৬ জন, ১৫ আগস্ট ছিলো ২০৪৫ জন আর ২৩ আগস্ট ছিলো ২৮৪৮ জন। প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে চার পাঁচ গুণ বেশি। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ বাড়ার মতো ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ছে। সাবেক মেয়র মোঃ হানিফ নিজেও ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছিলেন। সে দিক থেকে খোকা বাবু এখন পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করে চলেছেন। আর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম পালন করার পর কেউ কেউ বলছেন, ডেঙ্গুও আলোকিত হয়েছে।

অন্যদিকে বন্যার ত্রাণকাজ কিংবা ট্রাফিক কন্ট্রোলের মতো ডেঙ্গুর হাত থেকে নিস্তার পেতেও সেনাবাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে। তবে খোকা বাবুকে নিয়ে 'হানিফ মশার কয়েল'-এর মতো নতুন একটি কাল্পনিক পণ্যের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সেটি হচ্ছে ডেঙ্গু প্রতিরোধে অব্যর্থ খোকা বাবুর মশারি। খোকা বাবুর নিজের সেটা আছে, মানুষের নেই। এ কারণেই হয়তো সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের বারান্দায় বড় অবহেলায় মারা গেছে ফারুক নামের এক যুবক।

নতুন 'অপব্যবহার'

টাকার অপব্যবহার, ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি সম্পত্তির অপব্যবহারের কথা আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু ২৪ আগস্টের দৈনিক ইত্তেফাক নতুন এক অপব্যবহারের কথা মানুষকে জানিয়েছে। ইত্তেফাকের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 'ডেঙ্গুর নামে গত দুই মাসে অন্তত আড়াই হাজার ব্যাগ রক্তের অপব্যবহারের উদ্বেগজনক তথ্য পাওয়া গেছে।... ডেঙ্গু রোগীরা স্বাভাবিক পন্থায় বৈধ মূল্যে এই রক্ত কিনতে পারেননি।... উচ্চ মূল্যে এসব মানুষের কিনতে হয়েছে। ভবিষ্যতে আমরা হয়তো আরো অনেক নতুন অপব্যবহারের খবর জানতে পারবো।

স্পট চন্দনাইশ

শিশু হত্যা

লিখেছেন চন্দনাইশ থেকে ফিরে **সুমি খান**

শিপন, বাপ্পী, রত্নার পর মাত্র ৮০০ টাকা চুরি ধরা পড়ায় চট্টগ্রামের চন্দনাইশের উজ্জ্বল কান্তি পাল (৯) নির্মমভাবে নিহত হলো একই গ্রামের মৃত আবদুল নবীর পুত্র ইউসুফের হাতে গত ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেলে। ঘটনার দশ-বারো দিন পরও মামলার কোনো অগ্রগতি হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকার সাধারণ জনগণ। গত ২৩ আগস্ট মানববন্ধন করে উজ্জ্বলের সহপাঠী স্কুলছাত্ররা উজ্জ্বলের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার এবং ত্বরিত বিচার দাবি করে। বাগিচারহাট ব্যবসায়ী সমিতি সমাবেশ করে থানায় প্রতিদিন গিয়ে একই দাবি করছে পুলিশ প্রশাসনের কাছে। উজ্জ্বলের নিরীহ সহজ-সরল বাবা-মা আশায় আছেন খুব শিগগির আসামিকে গ্রেপ্তারে সফল হবে পুলিশ এবং সুষ্ঠু বিচারের মাধ্যমে উপযুক্ত সাজা পাবে ইউসুফ। মাত্র ৮০০ টাকার লোভে যে অবোধ শিশু

নিহত উজ্জ্বল কান্তি পাল

প্রতিবাদ

৯ আগস্ট সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়: মহেশখালীর কাটার নিচে জীবন' শীর্ষক প্রতিবেদনের একটি অংশের প্রতিবাদ করেছেন ঠিকাদার মতিউর রহমান (বড় মতি)। প্রতিবাদ পত্রে তিনি লিখেছেন, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু জায়গা চোরাচালানের মাল রাখা ও পারাপারের কাজে ব্যবহৃত হয়। স্থানীয় দু'জন ঠিকাদার বড় মতি ও দীপু এই চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ করে'- প্রতিবেদনের এই দুটি লাইনের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি এর সঙ্গে জড়িত নই।

প্রতিবেদকের বক্তব্য: জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্র সাভার ও ইন্দুবাজারের ব্যবসায়ী, স্থানীয় এলাকাবাসী এবং পুলিশের সঙ্গে কথা বলে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছিল। চোরাচালানের ব্যাপারে ছাত্র, ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর দেয়া তথ্যের সঙ্গে পুলিশের দেয়া তথ্য যাচাইয়ের পর বড় মতি ও দীপুর চোরাচালান সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করা হয়। সাভার বাজার, ইন্দুবাজার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো এলাকায় চোরাচালানের মাল থাকার কথা পুলিশ স্বীকারও করেছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত ঐ রিপোর্টে কোনো অতিরঞ্জিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

রো • জ • না • ম • চা

কারাগারে 'কারার'!

কমনওয়েলথ গেমসে ইংল্যান্ডে যাওয়া চার ক্রীড়াবিদ (আরো একজন পালিয়েছিলেন, তবে কেন ফিরলেন শেষমেশ, তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি) পালানোর ঘটনা শেষ না হতেই বিরাট আদম পাচার শেষে চট্টগ্রাম আবাহনীর টিমটি শেষমেশ দেশে ফিরেছে। এর আগেও এমন 'গণপাচারের' ঘটনা একবার ঘটেছিলো, যেটি 'লায়ন পাচার' নামেই পরিচিতি পেয়েছে।

তবে পলাতক অবস্থা থেকে ফিরে আসার পর কারার সামেদুলের দিনকাল মোটেই ভালো যাচ্ছে না। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী 'কারার সামেদুল' নৌবাহিনীর কারাগারে (কোয়াটার গার্ড) দিন কাটাচ্ছেন। মুজিব পরদেশীকে এখন খুব দরকার কারার সামেদুলের। মুজিব পরদেশী তার বিখ্যাত গান 'মা আমি বন্দী কারাগারে/আছি গো মা বিপদে, বাইরের আলো চোখে পড়ে না—' গেয়ে শোনাতে পারেন সামেদুলকে। সামেদুল সান্ত্বনা পাবেন। তবে নৌবাহিনীর কারাগারে থেকে সামেদুলের যদি শাস্তি খাটা শেষ হয়, তাহলে কিন্তু সামেদুলকে আবারো পালানোর সুযোগ করে দেয়া যেতে পারে। কারণ আগের পলাতকরা শাস্তি না পেলেও সামেদুল তো পাচ্ছেন। সুতরাং তার পুনর্বার পলায়নে মানুষ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে!

কোটি টাকার মানুষ

সস্তাসী অনেকেই হয়, তবে বেশির ভাগ মূল্যহীন। ২৩ জনের শুধু দাম আছে, তাও ৫০ হাজার কিংবা এক লাখ। লাখ টাকা দামের সস্তাসী আলাউদ্দিন ও তার ভাই রকিব তিন খুনের শেষে পলায়নের সময় মানুষের গণপিটুনিতে নিহত হয়। তবে মরে যাবার আগে আলাউদ্দিন যে খুব ভালো সাঁতারু ছিলেন, সেটার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। সত্য-মিথ্যা জানা যায়নি, তবে দুই-তিনটি শীর্ষ দৈনিক লিখেছে, পুলিশের গুলি ও জনতার হাত থেকে বাঁচতে আলাউদ্দিন নাকি নাখালপাড়া মজা লেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। এরপর তিনি নাকি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেড় কিলোমিটার সাঁতরে একটি মসজিদে উঠে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হায়! কারার সামেদুলের পরিবর্তে তো আলাউদ্দিনকেই কমনওয়েলথ গেমসে পাঠানো উচিত ছিলো।

তবে ওম বাবু ও মি. মোদিকে ধরিয়ে দিতে পুলিশ কোটি টাকার পুরস্কার ঘোষণা করতে পারে। তাহলে মানুষ এই ভেবে অন্তত সান্ত্বনা পেত যে দেশে যেমন লাখ টাকা দামের আলাউদ্দিন-সুব্রত বাইনরা আছে, তেমনি কোটি টাকা দামের ওম বাবু বা মি. মোদিরাও আছেন!

খান সাহেবের দাপট

ক্ষমতার দাপট অন্যরকম। যেমন সাভারের সাংসদ তালা ঝুলিয়ে দিতে পারেন কোনো হাসপাতালে। তার কিছু হবে না। একজন মাত্র স্থানীয় চেয়ারম্যান প্রাণ কেড়ে নিতে পারেন 'প্রাণ এগ্রো' লিমিটেডের। আর এক ছাত্রদল নেতা রাস্তায় জ্যাম দেখে ট্রাক মালিক-শ্রমিকদের গুলি ছুড়ে আহত করতে পারেন। কিছু যায়-আসে না। এই ছাত্রদল নেতার নাম জাকির খান। কোনো স্কুল-কলেজে না পড়লেও নাসির উদ্দিন পিন্টুর কল্যাণে জাকির খান নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হতে পেরেছিলেন। আর দেশের একদার বৃহত্তম পতিতা পল্লি টানবাজারের গডফাদার দৌলত খান ছিলেন জাকির খানের পিতা।

জাকির খানের ভবিষ্যৎ সম্ভবত খুব উজ্জ্বল। বলা তো যায় না, আগামী দিনে তিনি আরও বড় কোনো নেতা বনে যেতে পারেন। তবে ট্রাফিক জ্যাম কন্ট্রোলের জন্য অস্ত্রের পরিবর্তে হাতে বাটন দিয়ে তাকে ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। আশা করি রাস্তায় জ্যাম থাকবে না।

আহসান কবির

হত্যা করে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাইছে চন্দনাইশ বাগিচারহাট এলাকাবাসী।

কী হয়েছিলো

১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার। বড় ছেলে রাসেল (১২) পরীক্ষা দিতে স্কুলে গেছে। ছোট ছেলে উজ্জ্বল ব্র্যাক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। ছুটি শেষে মায়ের কাছে ভাত খেয়ে বাবার জন্য ভাত নিয়ে যায়। মূল সড়ক পথে বড় বড় গাড়ি যায়- মা উজ্জ্বলকে হাতে ধরে জমির আলপথ ধরে দোকানের পেছন দিকে দিয়ে যান।

বাগান বাগিচার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যুগলকান্তি পাল ২৫ বছর এই এলাকায় কোনো রকম একটি মুদি দোকান দিয়ে সংসার চালিয়ে নিচ্ছেন। ছোট ছেলে উজ্জ্বল দোকানে ঢুকতেই দোকানের পেছনের ছোট্ট খুপড়িতে শার্ট খুলে তার ওপর আন্ডারওয়্যার রেখে ক্যাশবাক্সে তালা দিয়ে স্নান করতে যান।

ছোট্ট উজ্জ্বল ক্যাশবাক্সের সামনে বসে নীরব চোখে তাকিয়ে দেখে আশপাশের দু'একজন এসে বাবার কথা বলেই চলে যান- তিনি নেই দেখে। শুধু একজন কিছু না বলে দোকানের ভেতর দিকে গিয়ে একটু পরেই চকিতে বেরিয়ে যায়। পায়ে ঘায়ের দাগ; আগের দিন সন্ধ্যায় দোকানেই তাকে দেখেছে উজ্জ্বল।

যুগলকান্তি পাল স্নান সেরে ঢুকতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একশ' টাকা ধার চাইলেন। ক্যাশ বাক্স বন্ধ হওয়ায় আর না খুলে ঝুলানো শার্টে রাখা ৮০০ টাকা থেকে ১০০ টাকা নিতে যেতেই দেখলেন শার্ট এলোমেলো, পকেট ফাঁকা। চমকে উজ্জ্বলকে জিজ্ঞেস করতেই বললো 'তেমন কেউ তো আসেনি। কাল দাদার (রাসেল) সঙ্গে এখানে কথা বলছিলো, পায়ে ঘায়ের দাগ ঐ মানুষটা ভেতরে ঢুকেছিলো।' মিনিট দশেকের মধ্যে ইউসুফ দোকানের সামনে এলে যুগলকান্তি তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি কি বাবা এখানে এসেছিলে?' সরাসরি অস্বীকার করে ইউসুফ। স্বভাবতই যুগলকান্তি পাল্টা প্রশ্ন করেন 'তবে কি উজ্জ্বল মিথ্যা বলছে?' এ নিয়ে একটু তর্কাতর্কি, দ্রুতপায়ে চলে যায় ইউসুফ। এর মধ্যে ইউসুফের বড় ভাই ইউনুস (গরু ব্যবসায়ী) এলে যুগলকান্তি তাকে ৮০০ টাকার কথা বাদ দিয়ে ইউসুফের তর্কাতর্কির অভিযোগ করলে তিনি আশ্বস্ত করেন ইউসুফকে সতর্ক করে দেবেন বলে। উজ্জ্বল বাড়ি ফিরে যায়।

মনসা পূজার জন্য কেনা ছাগল চরাতে যায় উজ্জ্বল খেলার সাথী রাজীবকে নিয়ে। বাড়ি থেকে কয়েক পা যেতেই ইউসুফ দৌড়ে এসে বললো 'তোর বাবা তোকে ডাকছে, চল্' রাজীবকে বলে 'সোনা, তুমি ছাগলটা নিয়ে বাড়ি দিয়ে এসো।' রাজীব দৌড়ে শিশু রানীর কাছে গিয়ে বলে 'উজ্জ্বলকে' একজন 'বাবা

নিহত উজ্জ্বলের মা রাণী পাল

ডাকছে' বলে নিয়ে গেছে'। দৌড়ে বেরিয়ে উজ্জ্বলের খোঁজে দোকানে ছুটে যান শিশু রানী- ততক্ষণে একই পথে খানদীঘির গভীর জলে চুবিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে উজ্জ্বলকে। দীঘির পাড়ের ঝোঁপের আড়ালে লাশ ফেলে এলোপাতাড়ি দৌড়ে পালায় ইউসুফ। কাদামাখা পায়ে ইউসুফকে এভাবে ছুটতে দেখে সন্দেহ করে অনেকেই। এর মধ্যে উজ্জ্বলের খোঁজে পাগল প্রায় বাবা-মা দীঘির পাড়ে উপস্থিত। ৭/৮জনকে নামানো হলো। পরে ঝোঁপের আড়ালে উজ্জ্বলের নিথর দেহ পেয়ে কাঁধে নিয়ে ট্যাক্সি করে হাসপাতালে ছুটে যান যুগলকান্তি। ডাক্তার বললেন সব শেষ।

সহজ-সরল নিরীহ শিশু রানী গত ২৪ আগস্ট দুপুরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'গাড়ির নিচে চাপা পড়ার ভয়ে যাকে আগলে রেখেছি তাকে বিনা কারণে এভাবে যে হত্যা করলো ক'দিন পালিয়ে থাকবে? জীবনভর কি পালিয়ে থাকবে? আপনারা কি কিছু করতে পারবেন?'

ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী মসজিদের ইমাম (তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়নি) সংগঠিত প্রতিবাদে, শিশুদের মানববন্ধনের মাধ্যমে শিহাব হত্যার মতো ত্বরিত বিচার কাজ শুরুর দাবি জানাচ্ছেন প্রতিদিন থানায় ধরনা দিয়ে।

এই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা চন্দনাইশ থানার এসআই হাবিবুর রহমান এই প্রতিবেদককে বলেন, 'ইউসুফের পুরো পরিবার পলাতক, শুনেছি সাতকানিয়া থাকতে পারে। সোর্স লাগিয়ে রেখেছি, পেলেই ধরবো। তাছাড়া অন্য গুরুত্বপূর্ণ মামলা নিয়ে একটু ঝামেলায় আছি আমরা, জনবল কম, তাই খুব তৎপরও হতে পারছি না।' নিরীহ উজ্জ্বল হত্যা প্রশাসনের জন্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এলাকার সাধারণ জনগণ খুব সহজে ছেড়ে দেবেন না উজ্জ্বল হত্যাকারী ইউসুফকে।

তাদের প্রশ্ন, আর কতোদিন এভাবে প্রাণ দিতে হবে নির্মল শিশু উজ্জ্বলদের, আর কতোদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে ঘাতক ইউসুফরা, আর কতো শুনতে হবে পুলিশের এসব মিথ্যা অজুহাত?

প্রতিবাদ

গত ১৬ আগস্ট ২০০২ সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত 'আসামিই বিচারক! ভোক্তা আইনের নামে প্রহসন আসছে' সংবাদ শিরোনামে লিবরা ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ-এর উৎপাদিত মিনারেল ওয়াটারের একটি বোতলের ছবিসহ লিবরার মিনারেল ওয়াটারে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম ও ক্ষতিকর জীবাণু পাওয়া গেছে মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যা কেবল মিথ্যা এবং বানোয়াটই নয়, সম্পূর্ণ একপেশে ও অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বাজারে আমাদের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্যই করা হয়েছে। আমরা এই সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিবেদকের বক্তব্য: গত বছর আগস্টের প্রথম সপ্তাহে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরী বিএসটিআই পরিদর্শন করে প্রতিষ্ঠানটির তৎপরতা বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেন। এরপর বিএসটিআই'র পরিচালক (সিএস) লুৎফর রহমান খানের নেতৃত্বে একটি দল নগরীর বিভিন্ন বাজারে গিয়ে নানা ধরনের পণ্য সংগ্রহ করে এবং বিএসটিআই ল্যাবরেটরিতে তা পরীক্ষা করা হয়। সে সময় মিনারেল ওয়াটারের কয়েকটি ব্রান্ড পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে লিবরা এবং জীবন মিনারেল ওয়াটারের বোতলে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম ও ক্ষতিকর জীবাণু পাওয়া যায়। বিএসটিআই সে খবর প্রেস রিলিজ আকারে বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠায়। বেশ কয়েকটি পত্রিকায় সে খবর ছাপাও হয়।

সাপ্তাহিক ২০০০-এ যে বোতল দু'টির ছবি ছাপা হয়েছে তা কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)-এর সংগ্রহশালায় রয়েছে। ক্যাব লিখিতভাবে ২০০০কে বলেছে, এতে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম ও ক্ষতিকর জীবাণু পাওয়া গেছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এ কোনো মিথ্যা, অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবর ছাপা হয় না।